প্রথম আলো

তারিখ ... JUN 14 2006 ...
পৃষ্ঠা ৬ কলাম ২

প্রাইভেট না পড়ার মাশুল!

শিক্ষার্থীদের প্রতি বৈষম্যমূলক আচরণ কাম্য নয়

প্রাইভেট না পড়ার চড়া মূল্য দিতে হচ্ছে ময়মনসিংহ সরকারি আনন্দমোহন কলেজের বিজ্ঞান অনুষদের বিভিন্ন বিভাগের শিক্ষার্থীদের। অভিযোগ রয়েছে, এই কলেজের শিক্ষকরা শিক্ষার্থীদের প্রাইভেট পড়তে বাধ্য করছেন। প্রাইভেট না পড়লে নম্বর কম দেওয়া হচ্ছে; ক্ষেত্রবিশেষে ব্যবহারিক পরীক্ষায় ফেল করিয়ে দেওয়ার খবরও পাওয়া গেছে। এটি শিক্ষাব্যবস্থার জন্য একটি মারাত্মক খবর। এ ধরনের প্রবণতা বন্ধে এখনই পদক্ষেপ নিতে হবে।

আনন্দমোহন কলেজের শিক্ষার্থীরা পড়েছে মহা বিপাকে; শুধু এক শিক্ষকের কাছে প্রাইভেট পড়লেই চলছে না, প্রতিপক্ষ শিক্ষকের কাছে না পড়লেও নম্বর কাটা যাওয়ার আতঙ্কে ভুগছে তারা। ভুক্তভোগী অনেক শিক্ষার্থী জানিয়েছে 'এক শিক্ষকের কাছে পড়লে আরেক শিক্ষক রাগ করেন, নম্বর কম দেওয়ার হুমকি দেন। বিজ্ঞান বিভাগের অনেক শিক্ষক শ্রেণীকক্ষেই প্রাইভেট পড়ার তাগাদা দেন।' শিক্ষকদের কাছ থেকে এ ধরনের আচরণ প্রত্যাশিত নয়।

শ্রেণীকক্ষে পাঠদানই যে শিক্ষকের প্রধান দায়িত্ব শিক্ষকরা যেন তা ভুলতে বসেছেন। শুধু আনন্দমোহন কলেজই নয়, ঢাকা-চট্টগ্রামসহ বড় শহরগুলোতে জোর-করে প্রাইভেট পড়ানোর এই ধারা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। শিক্ষার্থীরা নিরুপায়। শিক্ষকদের সুনজরে থাকার জন্য তারা প্রাইভেট পড়ছে। মাস শেষে অভিভাবকের গুনতে হচ্ছে বাড়তি ব্যয়।

আমরা মনে করি, স্কুল বা কলেজেই শিক্ষাদানের পর্যাপ্ত সুযোগ থাকা উচিত যাতে শিক্ষার্থীরা সেখানেই পাঠ্যসূচির সবকিছু শিখতে পারে। এরপরও যদি কারও প্রয়োজন হয়, তাহলে সে কারও ব্যক্তিগত সহায়তা নিতে পারে বা প্রাইভেট পড়তে পারে। কিন্তু তা যেন কখনোই শ্রেণীকক্ষে শিক্ষালাভের বিকল্প না হয়ে ওঠে। শ্রেণীকক্ষেই শিক্ষকরা মেধাবিকাশের দরজা খুলে দেবেন-শিক্ষার্থীরা যাতে নিজেরাই নিজেদের সুপ্ত প্রতিভা উন্মোচন করতে পারে সে দায়িত্ব শিক্ষকদেরই। আমরা আশা করব, ময়মনসিংহ আনন্দমোহন কলেজ থেকেই তার শুরু হবে।